PRINT

সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিল ছাত্র

১২ ঘণ্টা আগে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ইউএসটিসি) ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মাসুদ মাহমুদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে তারই ছাত্র মাহমুদুল হাসান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে অফিস থেকে টেনে বের করে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসানকে গ্রেফতার করেছে খুলশী থানা পুলিশ। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ইউএসটিসির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ কুমার বড়ুয়া মামলা দায়ের করেছেন। আটকের পর শিক্ষকের গায়ে কেরোসিন ঢালার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে ওই

শিক্ষার্থী। মাহমুদুল হাসান ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। এদিকে, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার পর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরাই আবার নগরের খুলশীর ইউএসটিসি ক্যাম্পাসের সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এতে ব্যস্ততম এই সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে

পড়েন সাধারণ মানুষ।

নগর পুলিশের বায়েজিদ বোস্তামি জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) পরিত্রাণ তালুকদার সমকালকে বলেন, 'মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে অধ্যাপক মাসুদ মাহমুদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এর আগে এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে কর্মসূচি পালন করেছিল তার বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী। সম্প্রতি সেসব শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়ে ওঠে। এরপর আজ (মঙ্গলবার) তারা শিক্ষকের গায়ে কেরোসিন ঢেলে

দিয়ে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছে। ঘটনাটি আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

খুলশী থানার ওসি প্রণব কুমার চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'আটক শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান পুলিশের হেফাজতে আছে। ক্যাম্পাসে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।'

দিলীপ কুমার বড়ুয়া বলেন, 'সবার সামনে মাসুদ মাহমুদ স্যারের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে পুরো শিক্ষক সমাজকে অপমানিত করা হয়েছে। যারা শিক্ষকের গায়ে হাত দেয় তারা কখনও ছাত্র হতে পারে না। এ ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি আমরা।'

এদিকে, এ ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

শিক্ষককে লাঞ্ছনার পর গতকাল দুপুরে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে দিতে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে ফয়'স লেকের সামনের সড়কে অবস্থান নেয়। পরে সেখানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে তারা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে সড়ক থেকে সরে যায় শিক্ষার্থীরা। এরপর তারা ক্যাম্পাসে এসে মিছিল করে।

এদিকে, শিক্ষক মাসুদ মাহমুদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর ইংরেজি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিচ্যুত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাদের ইন্ধনেই শিক্ষার্থীদের একাংশ আমার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিসহ নানা অভিযোগ তুলতে থাকে, যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরের পর ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন অধ্যাপক মাসুদ মাহমুদ।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com